(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

সিটি মেয়রের সাথে সিডিএ'র চেয়াম্যানের বৈঠক

চট্টগ্রাম নগরীর মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয় চাই

চট্টগ্রাম -১৪মার্চ'২০২১ইং

চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন ও সিডিএ একে অপরে পরিপুরক। সিডিএ'র মাধ্যমে নগরীতে যে সকল মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলছে তা সম্পন্ন হলে এ নগরীর চেহারা বদলে যাবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে আজ সকালে টাইগারপাসস্থ তাঁর কার্যালয়ে সিডিএ'র চেয়ারম্যান এম. জহিরুল আলম দোভাষের সাক্ষাতকালে তারা এ মন্তব্য করেন। বৈঠকে মেয়র বলেন, সিটি কর্পোরেশন ও সিডিএ দুই প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় অতীব জরুরী। চট্টগ্রাম নগরীতে দালিলিকভাবে ৫৭টি খাল ছিল। সিডিএর উদ্যোগে জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৬টি খালের পুনরুদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তারা চাইলে চসিক তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবে। মেয়র বলেন, চসিকের জনবল ও সরঞ্জাম রয়েছে যা সিডিএ'র নাই কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা ততটুকু নেই। তিনি আরো বলেন, ১০০ দিনের অগ্রাধিকার লক্ষ্য মাত্রায় নিয়ে চসিক যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা চলমান রয়েছে।

রেজাউল করিম বলেন, সিডিএ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে খাল-নালায় যে বাঁধ দিতে হয়েছে ঐসব স্থানে বিকল্পভাবে দ্রুত পানি চলাচলের ব্যবস্থা বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই করতে হবে। তা না হলে আবারও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলেন, নগরবাসীর দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জরুরী নালা-নর্দমা-খাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজ শুরু করেছে। কিন্তু অপরদিকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষও একই কাজ করতে হচেছ। এতে অর্থ অপচয়ের পাশাপাশি দেখা দিচ্ছে ওভারলেপিং। এখানেও সিটি কর্পোরেশনের সাথে সিডিএ'র সমন্বয় অপরিহার্য।

সিটি মেয়রের এসব কথার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়্যারম্যান এম. জহিরুল আলম দোভাষ বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উভয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের কোন বিকল্প নেই। তিনি জানান নগরীর ৩৬ টি খাল পুনরুদ্ধারে চউক কাজ করছে। এর মধ্যে ২২ টি পয়েন্ট চিহ্নিত করে প্রকল্প কাজ চলমান রয়েছে। আগামী জুন মাসের আগে সিডিএ খালগুলোর পানি চলাচলের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করবে। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবীদের সম্পৃক্ততার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের উপর জোর দেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আগামীতে সব কাজগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পাদনে ব্যবস্থা নেয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, চসিক প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্নেল সোহেল আহাম্মেদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন সামস, প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল মোহাম্মদ শাহ আলী, অর্থ ও হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজের, নগর পরিকল্পনাবিদ আব্দুলাহ আল ওমর, স্টেট অফিসার কামরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ ও পঞ্চায়েত কমিটির সভায় মেয়র

হরিজন সম্প্রদায় সিটি কর্পোরেশনের প্রাণ

চট্টগ্রাম-১৪মার্চ ০২১খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আমার অত্যন্ত প্রাণ প্রিয় মানুষগুলো এই হরিজন সম্প্রদায়ের সেবকরা, সিটি কর্পোরেশনের প্রাণ হচ্ছে এই হরিজন সম্প্রদায়। এই শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার পিছনে অবদান এই হরিজন সম্প্রদায়ের সেবকদের। এটা কেউ অস্বিকার করতে পারবে না। তিনি বলেন আমি থাকা অবস্থায় আমার প্রাণের মানুষগুলো কোন কষ্ট পাবে না। প্রয়াত সাবেক মেয়র আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী আপনাদের সেবক উপাধি দিয়ে যে সম্মান দেখিয়েছেন সে সম্মান আমি অটুট রাখব। মেয়র হরিজন সম্প্রদায়ের উত্থাপিত দাবি দাওয়া গুলো নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি করোনাকালীন সময়ে হরিজন সম্প্রদায়ের সেবকদের কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন এই শহর আপনার আমার সকলের। এই শহরকে দেশী বিদেশী পর্যটক এসে দেখা মাত্র বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র পরিচ্ছন্ন শহর বলে যেন আখ্যা দেয় সে ব্যাপারে সকলকে আরো ভালোভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান মেয়র। আজ রোববার বিকেলে টাইগারপাসস্থ সিটি কর্পোরেশনের সম্মেলন কক্ষে বান্ডেলের প্রধান সর্দ্দার গাদুলা সর্দ্দার এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন চসিক উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোর্শেদুল আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ এর সভাপতি বিষ্ণু দাশ, সাধারণ সম্পাদক রঘুবীর দাশ, পূর্ব মাদার বাড়ী বান্ডেলের সর্দ্দার জগদিশ দাশ, ঝাউতলা বান্ডেলের রাজ কাপুর দাশ, ফিরিঙ্গি বাজার বান্ডেলের মহাবীর সর্দ্দার, ঝর্না দাশ, কার্তিক দাশ দিলীপ দাশ, ওম প্রকাশ দাশ খোকন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চসিক সিবিএ সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, সিনিয়র সহসভাপতি প্রকৌশলী জাহিদুল আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রতন দত্ত, দিলীপ দাশ প্রমুখ। মতবিনিময় সভার শুরুতে মেয়রকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-২)

মশার ওষুধের মান নিরীক্ষণে

চবি শিক্ষকদের কাছে পরামর্শ চাইলেন মেয়র

চট্টগ্রাম-১৪ মার্চ'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যবহৃত মশার ওষুধের কার্যকারীতা ও মান নিরীক্ষণের জন্য সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী'র আমন্ত্রণে আজ রোববার বিকালে টাইগারপাসস্থ তাঁর কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও এসোসিয়েট প্রফেসর ড. রবিউল হোসেন ভূঁইয়া, এসোসিয়েট প্রফেসর ড. মো. ওমর ফারুক রাসেল ও কাজী নুর সোহাত সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে মেয়র বলেন, আমাদের ব্যবহৃত মশার ওষুধের মান ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই আমি মশার ওষুধের কার্যকারিতা ও মানের বিষয় বিস্তারিত জানার জন্য আপনাদের সহযোগিত চাই। কি ধরনের ওষুধ ব্যবহার করলে মশার প্রজনন ক্ষমতা ও মশার উপদ্রব কমবে এবং মশার যন্ত্রনা থেকে নগরবাসী রেহাই পাবে। সে বিষয়ে গবেষণা করে পরামর্শ প্রদানেরও অনুরোধ জনান মেয়র।

সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিমের বক্তব্যের আলোকে বিশেষজ্ঞগন জানান, আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে মশার ওষুধের মান ও কার্যকারিতা নিয়ে ওষুধের মান যাচাই করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ জানাবো।

সে সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, অতি. প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোর্শেদুল আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-৩)

চসিকের মোবাইল কোর্ট

চট্টগ্রাম-১৪মার্চ -২০২১খ্রি.

নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন নাসিরাবাদ এলাকায় বায়েজিদ বোস্তামী রোডে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ডে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা না লেখায় মামলা রুজু পূর্বক উইন অব চেঞ্জকে ১০ হাজার টাকা, হ্যামার টুথকে ১০ হাজার, হাইড আউটকে ৫ হাজার, নিঞ্জার এন্ড রেঞ্জারকে ৫ হাজার ওয়েল ফুড সুগার বানকে ৫ হাজার, ইভস সেন্টারকে ৫ হাজার ও

প্রবর্ত্তক মোড়ের ভ্যালেসিয়া সিক্রেটকে ৫ হাজার টাকা সহ মোট ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আজ রবিবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌস ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

নিবেদক

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩